সম্প্রসারণ বার্তা

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি. নং ডিএ-৪৬২ ▢ ৪৩তম বর্ষ ▢ প্রথম সংখ্যা ▢ বৈশাখ ১৪২৬ ▢ পৃষ্ঠা ৮

জনগণের সময় ও ব্যয় কমাবে ... ২ | সার-বীজ এখন কৃষকের দোরগোড়ায় ... ৩ | বগুড়ার সোনাতলায় বিনামূল্যে ... ৪ | লেবু চাষে ভাগ্য পরিবর্তন করলেন ... ৬

কৃষি যন্ত্রপাতিতে ভর্তুকি আরও বাড়ানো হবে – মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

–কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতসা, ঢাকা

জাতীয় কৃষি যন্ত্রপাতি মেলা ২০১৯ উপলক্ষ্যে সেমিনার ও স্টলের উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক, এমপি

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, দেশের কৃষি উন্নয়নে যান্ত্রিকীকরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যান্ত্রিকীকরণের প্রসার ঘটাতে সরকার উন্নয়ন সহয়তা বা ভর্তুকি দিচ্ছে। কৃষি যন্ত্রপাতিতে ভবিষ্যতে ভর্তুকি আরও বাড়ানো হবে। রাজধানীর ফার্মগেটের কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি) অডিটরিয়ামে ২৫ এপ্রিল তিন দিনের 'জাতীয় কৃষি যন্ত্রপাতি মেলা ২০১৯ উপলক্ষ্যে 'বাংলাদেশে কৃষি যান্ত্রিকীকরণে অর্জন, সমস্যা ও সম্ভাবনা' বিষয়ক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী তার বক্তব্যে বলেন, দেশে এখনো কৃষির গুরুত্ব অনেক বেশি। জিডিপিতে কৃষির অবদান ১৭ থেকে ১৮ ভাগ। বর্তমান সরকার কৃষিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কৃষিতে বাজেট সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ দিয়েছেন। তিনি বলেন, কৃষির যে অর্জন তা কোনো জাদুরকাঠিতে অর্জন হয়নি। এখানে বর্তমান সরকারে অনেক অবদান রয়েছে। বর্তমানে মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তারাও আগের চেয়ে অনেক বেশি কাজ করছেন। তিনি আরও বলেন, কৃষিকে লাভজনক ও বাণিজ্যিকীকরণে যান্ত্রিকীকরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য সরকার কৃষি যান্ত্রিকীকরণের সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। কৃষিতে উন্নয়ন অনেক কিন্তু প্রচার কম। এই অনুষ্ঠানেও কয়েকটি

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

সামগ্রিক অর্থনীতিতে কৃষির অবদান অনেক বেশি –মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

–কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতসা, ঢাকা

রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ের বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিজেআরআই) সম্মেলন কক্ষে 'পাট গবেষণার অর্জিত সাফল্য ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা' বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্যরত প্রধান অতিথি মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক, এমপি

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান কমে ৭০ ভাগ থেকে শতকরা ১৪ ভাগে নেমে এসেছে। জিডিপিতে কমলেও এখনো দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে কৃষিখাতের অবদান অনেক বেশি। ১৭ এপ্রিল রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ের বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিজেআরআই)

এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

জনগণের সময় ও ব্যয় কমাবে ডিজিটাল ল্যাব –কৃষি সচিব

–কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতসা, ঢাকা

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) গাজীপুরে এটুআই ও তথ্যপ্রযুক্তি ও যোগযোগ বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত 'ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন ল্যাব' শীর্ষক প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত প্রধান অতিথি জনাব মো. নাসিরুজ্জামান, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি সচিব মো. নাসিরুজ্জামান বলেছেন, ডিজিটাল ল্যাব প্রতিষ্ঠা হলে জনগণের সময় ও ব্যয় কমাতে সহায়ক হবে। কৃষকের উপযোগী করে সিস্টেমটি চালু করতে হবে। তাহলে কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য দাম পাবে, কৃষক আর ঠকবে না। ২৭ এপ্রিল, ২০১৯ জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) গাজীপুরে এটুআই

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

বর্তমান সরকার কৃষিবান্ধব সরকার –আমির হোসেন আমু এমপি.

–নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে আউশ ধানের বীজ ও সার বিতরণকালে বক্তব্যরত শিল্প মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় কমিটির মাননীয় সভাপতি আলহাজ আমির হোসেন আমু, এমপি

বর্তমান সরকার কৃষিবান্ধব সরকার। তাই আমরা সব সময় কৃষি ও কৃষকদের অনুকূলে কাজ করে আসছি। আজ ১ হাজার ৪০০ চাষির মাঝে বিনামূল্যে সার-বীজ বিতরণ এরই অংশ বিশেষ। আগের তুলনায় কৃষকরা এখন আউশ ধান চাষে বেশ আগ্রহী। ফলে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। পাশাপাশি রপ্তানিতেও রাখছে বিরাট ভূমিকা। ২৭ এপ্রিল, ২০১৯ ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে আউশ ধানের বীজ ও সার বিতরণকালে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় কমিটির মাননীয় সভাপতি আলহাজ আমির হোসেন আমু, এমপি এসব কথা বলেন।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার আশ্রাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান মো. ছিদ্দিকুর রহমান, উপজেলা কৃষি অফিসার ইসরাত জাহান মিলি, উপজেলা ভাইস-চেয়ারম্যান মো. মফিজুর রহমান শাহিন, উপজেলা মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান মোর্শেদা বেগম প্রমুখ। চলতি খরিফ-১ মৌসুমে প্রণোদনা হিসেবে প্রত্যেক কৃষককে ১০ কেজি এমওপি এবং ১৫ কেজি ডিএপি সার বিতরণ করা হয়।

লাভজনক পর্যায়ে নিয়ে কৃষিকে সম্মানজনক

শেষের পাতার পর

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মীর নূরুল আলমের সভাপতিত্বে কর্মশালায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের বীজ উইংয়ের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) আশ্রাফ উদ্দিন আহমেদ। স্বাগত বক্তব্য দেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সরেজমিন উইংয়ের পরিচালক কৃষিবিদ ড. মো. আব্দুল মুঈদ। প্রকল্পের মূল কার্যক্রম উপস্থাপন করেন প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ খায়রুল আলম প্রিন্স।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তারা এতে অংশ নেন। কর্মশালার কারিগরি সেশনে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর প্রতিনিধি ও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা তাদের বক্তব্যে ডাল, তেল ও মসলাজাতীয় ফসলের বীজ উৎপাদন এবং মৌচাষ প্রযুক্তির ব্যবহার, সম্প্রসারণ ও সম্ভাবনার দিকগুলো তুলে ধরেন।

পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়ায় 'উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রযুক্তি' বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ

–মো. এমদাদুল হক, কৃতসা, পাবনা

পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়ায় 'উৎপাদশীলতা বৃদ্ধির প্রযুক্তি' বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত প্রধান অতিথি কৃষিবিদ মোহাম্মদ খয়ের উদ্দিন মোল্লা,

কৃষিতে দ্রুত সমৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির বিকল্প নেই। প্রযুক্তি অর্জনে প্রশিক্ষণ গুরুত্ব অপরিসীম। কৃষিতে সমৃদ্ধি অধিক উৎপাদনসহ কৃষির সাফল্য টেকসই করতে গত ১৮ এপ্রিল ভাঙ্গুড়া কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির প্রযুক্তি ও সিআইজি ব্যবস্থাপনা শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় ভাঙ্গুড়া উপজেলা কৃষি অফিসের হলরুমে কৃষক-কৃষাণীর প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। আর উক্ত প্রশিক্ষণ আর্থিক বন্দোবস্ত করে, ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের ন্যাশনাল এগ্রিকালচার টেকনোলজি প্রোগ্রাম ফেজ-২ (এনএটিপি-২) প্রকল্প।

ভাঙ্গুরা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মো. এনামুল হকের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের পাবনা অঞ্চলের আঞ্চলিক কৃষি তথ্য যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ কৃষিবিদ মোহাম্মদ খয়ের উদ্দিন মোল্লা, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিঃউপপরিচালক (পিপি) কৃষিবিদ ড. মো. আজিজুর রহমান, প্রশিক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা এবং কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা কৃষিবিদ শারমিন জাহান।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, বর্তমান দিনদিন জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে আর জনসংখ্যা দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে অল্প জমিতে সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা প্রণয়নের কৃষির সার্বিক উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে এবং কৃষিকে একটি লাভজনক পেশায় পরিণত করতে হবে। পাশাপাশি কৃষিতে মহিলাদের অংশীদারিত্ব বাড়াতে হবে এবং তাদের কাছে কৃষি আরো সমৃদ্ধশীল হবে।

প্রশিক্ষণে প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যকারিতা প্রশিক্ষণের গিয়ে প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা দিলে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মো. এনামুল হক বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা যথাক্রমে শ্রী সুস্থির কুমার সরকার।

বগুড়ার সোনাতলায় বিনামূল্যে

৪র্থ পৃষ্ঠার পর

বোরো ধান কর্তন এবং আলু ও রবি সবজি সংগ্রহের পর অবসর সময়ের মধ্যে আউশ আবাদ সম্পন্ন করা সম্ভব। তাই এসব প্রণোদনার সহায়তা সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে আউশ ধান চাষের মধ্য দিয়ে খাদ্য চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টির আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্যে রাখেন সোনাতলা উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ জনাব মাসুদ আহমেদ। অনুষ্ঠানে উপজেলা প্রশাসন ও কৃষি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারী, সাংবাদিকসহ প্রণোদনা সহায়তা গ্রহণকারী ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সোনাতলা উপজেলা কৃষি অফিসের উপসহকারী কৃষি কর্মকতা মো: আব্দুল কাদের। উল্লেখ্য, কৃষকের উন্নয়নে কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় চলতি খরিফ ১/২০১৯-২০ মৌসুমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে উফশী আউশ ধান উৎপাদনের লক্ষ্যে ১ বিঘার জমির জন্য ৫ কেজি বীজ, ১৫ কেজি ডিএপি, ১০ কেজি এমওপি সার প্রদানের ব্যবস্থা নিয়েছে। সেই লক্ষ্যে অত্র উপজেলায় উফশী আউশ ধান চাষে ৪,১০০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে আউশ প্রণোদনা প্রদান করা হচ্ছে।

সার-বীজ এখন কৃষকের দোরগোড়ায় –পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী

–নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

বরিশাল সদরের উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের মাঝে আউশ ধানের বীজ এবং সার বিতরণ করছেন মাননীয় পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী কর্নেল অব: জাহিদ ফারুক শামীম, এমপি.

সার-বীজ এখন কৃষকের দোরগোড়ায়। আগে কৃষি উপকরণ পেতে জীবন দিতে হয়েছিল। সারের পেছনে দৌড়াতে হতো। আর আজ সার দৌড়াচ্ছে চাষির দ্বারে। এর কারণ হচ্ছে- কৃষকের প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্নেহ-মমতার বহিঃপ্রকাশ। গত ২০ এপ্রিল বরিশাল সদরের উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের মাঝে আউশ ধানের বীজ এবং সার বিতরণকালে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী কর্নেল অব: জাহিদ ফারুক শামীম এসব কথা বলেন।

উপজেলা চেয়ারম্যান মো. সাইদুর রহমান রিন্টুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. হুমায়ুন কবীর, উপজেলা কৃষি অফিসার সাবিনা ইয়াসমিন, মেট্রোপলিটন কৃষি অফিসার ফাহিমা হক, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রেহেনা বেগম, অ্যাডভোকেট মো. মাহবুবুর রহমান, স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলর মো. এনামুল হক বাহার, জাগুয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোস্তাক আলম চৌধুরী, কৃষকলীগের জেলা সভাপতি অ্যাডভোকেট সাইফুল আলম গিয়াস, সাধারণ সম্পাদক শেখ মিজানুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্থানীয় গণমান্য ব্যক্তিসহ সহস্রাধিক কৃষান-কৃষাণী উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, চলতি খরিফ-১ মৌসুমের প্রণোদনার অংশ হিসেবে সদর উপজেলার ১ হাজার কৃষক এবং মেট্রোপলিটন এলাকার ১০০ জন চাষির প্রত্যেককে উফশী আউশধানের ৫ কেজি বীজ, সে সাথে ১৫ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার বিনামূল্যে দেয়া হয়।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ শিবগঞ্জে আউশ প্রণোদনা বিতরণ

–তুষার কুমার সাহা, কৃতসা, রাজশাহী

চাঁপাইনবাবগঞ্জ শিবগঞ্জ উপজেলা ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে উফশী আউশ বীজ ও সার বিতরণ করেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ–১ (শিবগঞ্জ) আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য ডা: শামিল উদ্দিন আহমেদ শিমুল

শিবগঞ্জ উপজেলায় আম ফসলের পাশাপাশি ধানের আবাদও বাড়াতে হবে। বর্তমান সরকার হচ্ছে কষিবান্ধব সরকার। কৃষকের উন্নয়নে এ সরকার সর্বদা বদ্ধপরিকর। কৃষকের জন্য যা যা করা দরকার বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার তা করতে সদা প্রস্তুত। কাজেই এলাকার জনগণের কথা বিবেচনায় নিয়ে ধান আবাদ বৃদ্ধির পাশাপাশি ফল ও সবজি চাষেরও আবাদ বাড়াতে উপস্থিত কৃষক ভাইদের আহ্বান জানান প্রধান অতিথি ৪৩, চাঁপাইনবাবগঞ্জ–১ (শিবগঞ্জ) আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য ডা: শামিল উদ্দিন আহমেদ শিমুল চাঁপাইনবাবগঞ্জ শিবগঞ্জ উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর উদ্যোগে উপজেলা পরিষদ চত্তরে ৩০৮০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে আউশ প্রনোদনার বীজ ও সার বিতরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিবগঞ্জ উপজেলা পরিষদের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান সৈয়দ নজরুল ইসলাম, শিবগঞ্জ পৌর মেয়র মো: কারিবুল হক রাজিন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান গোলাম কিবরিয়া ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মোসাম্মৎ শিউলী বেগমসহ অন্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিবগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (অ: দা:) মো: আলমগীর হোসেন।

উদ্বোধনীর শুরুতেই সুধীবৃন্দকে শুভেচ্ছা জানিয়ে স্বাগত বক্তব্য রাখেন শিবগঞ্জ উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মো: আমিনুজ্জামান। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপজেলা প্রশাসন ও কৃষি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারী, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক এবং সাংবাদিক, গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় চলতি খরিফ-১/২০১৯-২০ মৌসুমে উপজেলার ৩০৮০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে প্রত্যেককে সরকারি কৃষি প্রণোদনার আউশ ধান বীজ ০৫ কেজি ও এমওপি সার ১০ কেজি এবং ডিএপি সার ১৫ কেজি প্রদান করা হয়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া কসবা উপজেলায়

৪র্থ পৃষ্ঠার পর

এর আওতায়, উপসহকারী কৃষি অফিসার ইভা আক্তারের পরামর্শে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা (এসএমই) কৃষক কর্তৃক বাস্তবায়িত বারি সরিষা-১৪ এর প্রদর্শনীর মাঠ দিবস ও রিভিউ ডিসকাসন অনুষ্ঠিত হয়।

অধিক পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য ডাল, তেল ও মসলা উৎপাদন করে আবার সে ফসল থেকে বীজ সংগ্রহ করে ফসল উৎপাদন করে দেশে খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা মিটিয়ে সকল পর্যায়ের কৃষক-কৃষাণীকে আর্থিক স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা এ মাঠ দিবসের উদ্দেশ্য। মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে আখছিনা পূর্বপাড়া পুরুষ সিআইজির পক্ষ থেকে কৃষক ফায়েজ মিয়া বারি সরিষা-১৪ এর উৎপাদনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলেন আমি ১ একর জমিতে সরিষা চাষ করে ৪৫০ কেজি ফলন পেয়েছি। আমি খুবই খুশি। তিনি উপস্থিতির উদ্দেশ্যে বলেন- আমি এ সরিষার বীজ গ্রামের কৃষক-কৃষাণীকে দিয়ে সহযোগিতা করবে বলে আশা ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মো. আমিনুল ইসলাম, অতিরিক্ত উপপরিচালক (শস্য), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া; সভাপতিত্ব করেন-কৃষিবিদ মো. মাজেদুর রহমান- উপজেলা কৃষি অফিসার, কসবা। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মো. মহসিন মিজি, উপসহকারী কৃষি অফিসার, কৃষি তথ্য সার্ভিস, কুমিল্লা।

বগুড়ার সোনাতলায় বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ

–মো: আব্দুল্লাহ-হিল-কাফি, রাজশাহী

আউশ প্রণোদনার বীজ ও সার বিতরণ করছেন বগুড়া-১ (সোনাতলা-সারিয়াকান্দি) আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য কৃষিবিদ জনাব মো: আব্দুল মান্নান, এমপি

বগুড়া জেলার সোনাতলা উপজেলা পরিষদ চত্বরে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে গত ২১ এপ্রিল, ২০১৯ আউশ প্রণোদনার বীজ ও সার বিতরণের উদ্বোধন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

সোনাতলা উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মো: শফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন বগুড়া-১ (সোনাতলা-সারিয়াকান্দি) আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য কৃষিবিদ জনাব মো: আব্দুল মান্নান, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বগুড়া জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ জনাব নিখিল চন্দ্র বিশ্বাস, বগুড়া জেলা পরিষদ সদস্য জনাব সাহাদারা মান্নান, সোনাতলা উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব অ্যাড. মো: মিনহাদুজ্জামান ও পৌর মেয়র জনাব মো: জাহাঙ্গীর আলম।

প্রধান অতিথি তার উদ্বোধনী বক্তব্যে বলেন, বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার কৃষির উন্নয়নে কৃষকদের মাঝে প্রণোদনা সহায়তা প্রদান করে চলেছে।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

ব্রাহ্মণবাড়িয়া কসবা উপজেলায় কৃষক মাঠ দিবস ও রিভিউ ডিসকাসন

–মো. মহসিন মিজি, কৃষি তথ্য সার্ভিস, কুমিল্লা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া কসবা উপজেলায় কৃষক মাঠ দিবস ও রিভিউ ডিসকাসন অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত কৃষিবিদ মো. সাইফুল ইসলাম, জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার,

প্রতি বছর ভোজ্যতেল আমদানি করে বাংলাদেশ প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে। এতে করে এক দিকে যেমন খাবারের সাথে অনিশ্চিত তেল গ্রহণ করে স্বাস্থ্যহানি হচ্ছে অন্য দিকে দিন দিনই আমরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। কিন্তু আমরা যদি বারি সরিষা-১৪ আবাদ নিশ্চিত করতে পারি তাহলে শতভাগ স্বাস্থ্যসম্মত তেল খাবারের সাথে যুক্ত করতে পারবো। মৌমাছির চাষ করে ফসলের ফলন বাড়িয়ে মধু উৎপাদন করার পাশাপাশি আমাদের কৃষক ভাইয়েরা আর্থিক সমৃদ্ধিও অর্জন করতে পারবে বলে বক্তব্য রাখেন প্রধান অতিথি কৃষিবিদ মো. সাইফুল ইসলাম, জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কসবা উপজেলার আয়োজনে, ২৩/০৪/১৯ তারিখে, আখছিনা ব্লকে, ২০১৮-১৯ অর্থবছর কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প

এরপর পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

কুষ্টিয়ার মিরপুরে আউশ মৌসুমের ধান চাষের জন্য কৃষকদের মাঝে প্রণোদনা সহায়তা বিতরণ

–মো. এমদাদুল হক, কৃতসা, পাবনা

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলায় আউশ মৌসুমের ধান চাষ বৃদ্ধির জন্য ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে প্রণোদনা সহায়তার জন্য ২ হাজার ১৫০ জন কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ ১৫ এপ্রিল/২০১৯ উপজেলা কৃষি অফিসের উদ্যোগে কৃষি অফিস চত্বরে এর উদ্বোধন করা হয়।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এস এম জামাল আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান শুরু হয়। সভাপতি তাঁর বক্তব্যে বলেন, কৃষি আমাদের প্রধান জীবিকা এর গুরুত্ব অপরিসীম এই পেশাতে সবচেয়ে বেশি লোকের কর্মসংস্থান সেহেতু অতীতের কৃষি ছেড়ে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি চাষাবাদ করার অনুরোধ জনান।

কুষ্টিয়ার মিরপুরে আউশ মৌসুমের ধান চাষের জন্য কৃষকদের মাঝে প্রণোদনা সহায়তা বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব এস এম জামাল আহমেদ

অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মিরপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ রমেশ চন্দ্র ঘোষ, উপজেলা পরিষদের নবনির্বাচিত ভাইস চেয়ারম্যান আবুল কাশেম জোয়ার্দার। কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা সাবিহা সুলতানা, জেলা পরিষদের সদস্য মহাম্মদ আলী জোয়ার্দার, মিরপুর প্রেস ক্লাবের সহসভাপতি কাঞ্চন কুমার ও উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা এবং প্রায় শতাধিক কৃষক উপস্থিত ছিলেন।

যে এলাকায় যে ফসল বেশি উৎপাদন হয় সে এলাকায় সে ফসল চাষের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে –কৃষি সচিব

–এস এম আহসান হাবিব, কৃতসা, খুলনা

গোপালগঞ্জ জেলায় বিএআরআইর কৃষি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত প্রধান অতিথি জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

যে এলাকায় যে ফসল বেশি উৎপাদন হয় সে এলাকায় সে ফসল চাষের ওপর কৃষকদের গুরুত্ব দিতে হবে। ২০ এপ্রিল গোপালগঞ্জের জেলা মৎস্য কর্মকর্তার সেমিনার হলে বিএআরআইর কৃষি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন ও দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের পরিবেশ উপযোগী গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়ন প্রকল্প এর ইনসেপশন ওয়ার্কশপ/২০১৯ এ প্রধান অতিথি মাননীয় কৃষি সচিব মোঃ নাসিরুজ্জামান তার বক্তব্যে এ কথা বলেন।

কৃষি সচিব আরো বলেন, সাধারণ জনগণকে নিরাপদ খাদ্য খাওয়াতে হবে। মানুষকে কর্মক্ষম করে তুলতে হলে পুষ্টিকর খাবার সবজি, দুধ ডিম মাংসের জোগান দিতে হবে। লবণাক্ত এলাকায় ভুট্টা চাষ বাড়াতে হবে। বোরোর জমিতে ভুট্টা চাষ করা যেতে পারে। এতে চাষিরা লাভবান হবেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিশেষ করে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত বিভাগসমূহের অনুষ্ঠানে দেশীয় ফল পরিবেশনের আহ্বান জানিয়ে বলেন, ফলের উৎপাদন বাড়াতে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কার্যক্রম চালাতে হবে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট জয়দেবপুর গাজীপুরের মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ সভাপতিত্ব করেন। তাঁর বক্তব্যে বলেন, বঙ্গবন্ধুর জন্মভূমি গোপালগঞ্জ জেলায় কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করে দক্ষিণ অঞ্চলের উপযোগী ফসলের জাত উন্নয়ন সম্ভব হবে। মাননীয় কৃষি সচিব সকালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ, মাজার জিয়ারত ও প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন।

ওয়ার্কশপে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত পরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ফরিদপুর অঞ্চল কৃষিবিদ পার্থ প্রতিম সাহা। ড. বাবু লাল নাগ পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন উইং) ড. মদন গোপাল সাহা পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ উইং) বারি জয়দেবপুর গাজীপুর। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ড. এম এম কামরুজ্জামান প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সগবি, বারি, গোপালগঞ্জ। প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বক্তব্য রাখেন ড. মো. হারুনার রশিদ/উপপ্রকল্প পরিচালক ও প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সগবি, বারি, খুলনা।

উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন পিজিবির প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ আলমগীর বিশ্বাস, আদর্শ কৃষক শেখ আবদুল হামিদ, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এসআরডিআই খুলনা শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা গোপালগঞ্জ সদর মো. মিজানুর রহমান। উপপরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ সাতক্ষীরা কৃষিবিদ অরবিন্দ বিশ্বাস। উপপরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ বাগেরহাট কৃষিবিদ মো. আফতাব উদ্দীন প্রমুখ। উন্মুক্ত আলোচনায় প্রশ্নের উত্তর দেন মাননীয় কৃষি সচিব মহোদয়।

সামগ্রিক অর্থনীতিতে কৃষির অবদান অনেক বেশি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সম্মেলন কক্ষে 'পাট গবেষণার অর্জিত সাফল্য ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা' বিষয়ক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, সোনালি আশ ও সোনার বাংলা একে অপরের পরিপূরক। সোনালি আশের সম্ভাবনাতেই বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় শিল্পায়ন হচ্ছে। জিডিপিতে বাড়ছে শিল্পের অবদান। এক সময় রফতানি আয়ের প্রায় ৮০ ভাগই আসত পাট, চা ও চামড়া থেকে। এখন রফতানি আয়ের বেশির ভাগই জোগান দেয় পোশাক শিল্প।

অতিরিক্ত উৎপাদন সম্পর্কে কৃষিমন্ত্রী বলেন, দেশে এ বছর ১ কোটি ৪০ লাখ মেট্রিক টন আমন আবাদের লক্ষ্য নিয়ে উৎপাদন হয়েছে ১ কোটি ৫৩ লাখ মেট্রিক টন। এতে বাজারে ধানের দাম কমে গেছে। মিলাররা ধান কিনছে না। চাহিদা ৭০ লাখ মেট্রিক টন থাকলেও আলু উৎপাদন হয়েছে ১ কোটি ৩ লাখ মেট্রিক টন। প্রয়োজন না থাকলে এত ধান ও আলু উৎপাদনের দরকার নেই।

উন্নত কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবনের অগ্রযাত্রার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, যে প্রযুক্তি এসেছে তা সঠিকভাবে কাজে লাগানো গেলে অবশ্যই মানুষের খাদ্যের চাহিদা মিটিয়ে দেশকে সমৃদ্ধশালী করা যাবে। রফতানি বহুমুখীকরণেও কৃষি খাত বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান বলেন, উদ্ভাবিত পাট পণ্যের বাণিজ্যিকীকরণে বিশেষ তহবিল গঠন করে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে দিয়ে একটি বড় কর্মশালা আয়োজন করা দরকার। এতে পাটজাত দ্রব্যের অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো যাবে। আধুনিক ও বাণিজ্যিক উৎপাদনের মাধ্যমে বিজেআরআইয়ের উদ্ভাবিত পাটপণ্যের দাম কমিয়ে রফতানিমুখী করতে পারলে পাটের সুদিন ফিরে আসবে।

অপর বিশেষ অতিথি কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য কৃষিবিদ আব্দুল মান্নান বলেন, পাটের এমন জাত উদ্ভাবন করতে হবে কম সময়ে যার ফলন বেশি এবং সারা বছর চাষ করা যায়।

সভাপতির বক্তব্যে কষি সচিব মো. নাসিরুজ্জামান বলেন, প্রতি বছর চাহিদা পূরণে ৬ হাজর মেট্রিক টন পাট বীজের ৫ হাজার মেট্রিক টনই আমদানি করতে হয়। আমাদের দেশে পাট বীজ উৎপাদনের প্রয়োজনীয় জায়গা নেই এবং সময়ও লাগে বেশি। তাই ভারতের সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি করে সীমান্ত এলাকায় তাদের জমি লিজ নিয়ে পাটবীজ উৎপাদন করলে আমদানি নির্ভরতা অনেক কমে যাবে।

বিগত ১০ বছরে পাট গবেষণার সাফল্য ও কর্মপরিকল্পনার কথা তুলে ধরে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করে সেমিনারের আয়োজক বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) মহাপরিচালক ড. মো. আসাদুজ্জামান। স্বাগত বক্তব্য দেন বিজেআরআইয়ের জেটিপিডিসি উইংয়ের পরিচালক ড. মো. আবুল কালাম আজাদ।

অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ

লেবু চাষে ভাগ্য পরিবর্তন করলেন রাংগুনিয়ার আজিম উদ্দীন

– অপর্ণা বড়ুয়া, কৃতসা, চট্টগ্রাম

রাংগুনিয়া উপজেলার সরফভাটা ইউনিয়নের মো. আজিম উদ্দীনের লেবু বাগান

অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও পরিশ্রমের মাধ্যমে কৃষিতে সফলতা পেয়েছেন রাংগুনিয়া উপজেলার সরফভেটা ইউনিয়নের মো. আজিম উদ্দীন (২১)। মা-বাবা, ৪ ভাই, ৩ বোন নিয়ে এক সময় অভাব-অনটনের সংসার ছিল আজিমের। পরিবারের সকল চাহিদা অসুস্থ পিতা ফজল আহমদ কোনোভাবেই মেটাতে পারছিলেন না। অভাব ছিল তাদের নিত্যসঙ্গী। সংসারে সচ্ছলতা আনার চিন্তা থেকে শিক্ষার্থী আজিম বাবার পরামর্শে ক্ষুদ্র পাহাড়ি ভূমিতে মাত্র ৫০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে শুরু করেন লেবু বাগান। কিছুদিন পর পেঁপে বাগান ও মাছ চাষও শুরু করেন তিনি। লেবু চাষ করে তিন বছরের মধ্যে আজিম পেয়েছেন সচ্ছলতা। উপজেলা সদর থেকে দূরের দুর্গম এলাকা সরফভাটা ইউনিয়নের কালিঘোনা পাহাড়ি এলাকায় ঢুকলেই চোখে পড়বে আজিমের সারি সারি লেবু গাছ।

আজিম ১ একর জমিতে ৫০টি চারা রোপণ করে বাগান শুরু করেছিলেন। মাত্র ১০ মাসের মাথায় গাছে লেবু ধরা শুরু করে। প্রথম ধাপেই লেবু বিক্রি করে আয় করেন তিন হাজার টাকা। বর্তমানে আজিমের লেবু বাগানের আয়তন তিন একর। আজিমের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে অনেকেই এখন লেবু আবাদে ঝুঁকছেন। উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের সহযোগিতা ছাড়াও বই পড়ে লেবু বাগানের পরিচর্যা করেন আজিম। লেবু বিক্রির পাশাপাশি লেবুর চারা বিক্রি করেও বাড়তি আয় করছেন তিনি। এ ব্যাপারে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা মো. শহীদ বলেন, এলাকার মাটি লেবু চাষের জন্য উপযোগী। উপজেলা কৃষি অফিসের পক্ষ থেকে লেবু চাষিদের প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে লেবু চাষে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে।

নতুন নতুন কৃষি প্রযুক্তি কৃষকদের নিকট নিয়ে যেতে হবে -- প্রকল্প পরিচালক, এনএটিপি-২

–মোঃ আব্দুর রহমান, এআইসিও, কৃতসা, খুলনা

খুলনাতে সিএসএস আভা সেন্টারে এনএটিপি-২ প্রকল্পের বাস্তবায়ন, অগ্রগতি ও অর্জন পর্যালোচনার আঞ্চলিক কর্মশালা ২০১৮-১৯ এ বক্তব্যরত প্রধান অতিথি সনৎ কুমার সাহা, অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

নতুন নতুন কৃষি প্রযুক্তি কৃষকদের নিকট নিয়ে যেতে হবে। এর মাধ্যমে কৃষক তার আয় বাড়িয়ে নিজের ও দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হবে। কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের সমন্বয় ঘটিয়ে সামগ্রিক কৃষির উন্নয়নে একসাথে কাজ করতে হবে। তিনি গত ১৮ এপ্রিল সকাল ১০টায় খুলনাতে সিএসএস আভা সেন্টারে এনএটিপি-২ প্রকল্পের বাস্তবায়ন, অগ্রগতি ও অর্জন পর্যালোচনার আঞ্চলিক কর্মশালা ২০১৮-১৯ এ কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোজেক্টের (এনএটিপি-২) প্রকল্প পরিচালক সনৎ কুমার সাহা প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদানকালে এসব কথা বলেন।

প্রকল্প পরিচালক আরো বলেন, বাংলাদেশের কৃষিতে বিনিয়োগ দরকার। এটি সরকার ও উদ্যোক্তার সমন্বয়ে ঘটাতে হবে। তৃণমূল পর্যায়ে কৃষির সকল কর্মকাণ্ড কৃষক তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিচালনা করতে হবে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খুলনা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ কাজী আব্দুল মান্নান এ কর্মশালায় সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মীর নূরুল আলম, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খামারবাড়ি ঢাকার সরেজমিন উইংয়ের পরিচালক কৃষিবিদ ড. আবদুল মুঈদ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের সাবেক চেয়ারম্যান ও প্রকল্প কো-অর্ডিনেটর কৃষিবিদ ড. আব্দুর রাজ্জাক ।

কারিগরি সেশনে খুলনা, যশোর ও বরিশাল অঞ্চলের কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিভাগের প্রকল্পের কার্যক্রম উপস্থাপন করা হয়। দিনব্যাপী এ কর্মশালায় খুলনা, যশোর ও বরিশাল অঞ্চলের প্রকল্পভুক্ত কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

কৃষি যন্ত্রপাতিতে ভর্তুকি আরও বাড়ানো হবে –কৃষিমন্ত্রী

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

মিডিয়া এসেছে। কৃষি উন্নয়নে সাংবাদিকদের কাছ থেকে যথেষ্ট সহায়তা প্রয়োজন।

সরকারের ধান ক্রয় প্রসঙ্গে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, সরকারিভাবে ধান ক্রয়ে কৃষকদের লাভ হয় না। লাভবান হয় মিলাররা। এ জন্য কৃষি উপকরণের ওপর আরো বেশি প্রণোদনা ও সহায়তা দেয়ার চিন্তা করা যেতে পারে। প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় দেশ এখন সত্যিকার উন্নয়নের মহাসড়কে। কৃষিকে সার্বিক উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত করতে যান্ত্রিকীকরণের কর্মকাণ্ডকে বেগবান করতে হবে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক ড. মো. আব্দুল মুঈদের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন কৃষি সচিব মো. নাসিরুজ্জামান। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি শক্তি ও যন্ত্র বিভাগের প্রফেসর ড. মো. মঞ্জুরুল আলম। মূল প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন পরিকল্পনা কমিশনের প্রাক্তন সদস্য ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরিটাস প্রফেসর ড. এম এ সাত্তার মণ্ডল, কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক ড. ওয়ায়েস কবীর, এসিআই মোটরস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. এফ এইচ আনসারী ও দেশি কৃষি যন্ত্রের উদ্ভাবক কৃষক মো. আনোয়ার হোসেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের খামার যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের (২য় পর্যায়) প্রকল্প পরিচালক শেখ মো. নাজিম উদ্দিন।

কেআইবি চত্বরে 'যান্ত্রিকীকরণই গড়বে আধুনিক ও লাভজনক কৃষি' প্রতিপাদ্যে আয়োজিত এ মেলা উদ্বোধন করে বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন কৃষিমন্ত্রী । এর আগে মেলা উপলক্ষ্যে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজা থেকে শুরু হয়ে কেআইবি চত্বরে শেষ হয়। মেলায় সরকারি ৮টি ও বেসরকারি ২১টি প্রতিষ্ঠানের ২৭টি স্টল ৩টি প্যাভিলিয়ন রয়েছে। বিভিন্ন প্রকার আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ও ব্যবহার সম্পর্কে প্রযুক্তিনির্ভর প্রদর্শনী সাজিয়েছে প্রতিষ্ঠানগুলো।

এ মেলার মাধ্যমে কৃষক ও কৃষি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ব্যয় সাশ্রয়ী, লাভজনক ও আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারেন। দ্বিতীয়বারের মতো এ মেলার আয়োজন করে কৃষি মন্ত্রণালয় ও ডিএইর খামার যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প।

এখন দরকার পুষ্টিসমৃদ্ধ নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চিতকরণ–পরিচালক, ডিএই

–নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

নিরাপদ উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল উৎপাদন ও সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্পের এক আঞ্চলিক কর্মশালায় বক্তব্যরত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ উইংয়ের পরিচালক কিংকর চন্দ্র দাস

দেশে খাবারের কোনো অভাব নেই। এখন দরকার পুষ্টিসমৃদ্ধ নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চিতকরণ। আমাদের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। এগুলো কাজে লাগিয়ে লক্ষ্য অর্জনে পৌঁছতে হবে। ২৯ এপ্রিল ২০১৯ বরিশাল অঞ্চলের খামারবাড়িতে ডিএই সম্মেলনকক্ষে নিরাপদ উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল উৎপাদন ও সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্পের এক আঞ্চলিক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) প্রশিক্ষণ উইংয়ের পরিচালক কিংকর চন্দ্র দাস এসব কথা বলেন।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বরিশাল অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক সাইনুর আজম খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ফরিদপুর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক পার্থ প্রতিম সাহা এবং রহমতপুরস্থ কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ গোলাম মো. ইদ্রিস। ঝালকাঠির অতিরিক্ত উপপরিচালক মো. মনিরুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শরীয়তপুরের উপপরিচালক মো. রিফাতুল হোসাইন, হর্টিকালচার সেন্টার; ফরিদপুরের উপপরিচালক মো. শহীদুল্লাহ, প্রকল্প পরিচালক ড. মো. শাহিনুল ইসলাম, বাবুগঞ্জের উপজেলা কৃষি অফিসার মোসাম্মৎ মরিয়ম, নেছারাবাদের উপজেলা কৃষি অফিসার মো. রিফাত সিকদার প্রমুখ।

কর্মশালায় অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান এবং কৃষি তথ্য সার্ভিসসহ ডিএই;

জনগণের সময় ও ব্যয় কমাবে ডিজিটাল ল্যাব

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ও তথ্য প্রযুক্তি যোগাযোগ বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত 'ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন ল্যাব' শীর্ষক প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বক্তব্যে আরও বলেন, সরকার যখন রূপকল্প ২০২১ ও ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণা করল, তখন বিষয়টিকে সবাই নেতিবাচক হিসেবে ধরে নিয়ে বলেছে যে, এটি কখনো অর্জন সম্ভব না। কিন্তু বর্তমানে ডিজিটাল বাংলাদেশ কল্পনা নয়, বাস্তবতা। যার সুফল দেশবাসী পাচ্ছে। নতুন লক্ষ্য হচ্ছে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ। কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ডিজাইনকৃত ৯টি ডিজিটাল সার্ভিস দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য দিকনির্দেশনা দেন তিনি।

কৃষি সচিব বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের নতুন ধানের জাত ব্রি ৮৯ এর মাঠ পরিদর্শন করেন।

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমির (নাটা) মহপরিচালক ড. মোঃ আঃ ছালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক ড. মো. আব্দুল মুঈদ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর ও কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইউসুফ। এ ছাড়াও কৃষি মন্ত্রণালয়ের দপ্তর সংস্থার প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন ল্যাব সম্পর্কিত উপস্থাপন করেন এটুআইয়ের চিফ স্ট্যাটিজিস্ট ফরহাদ জাহিদ শেখ। ২৩ এপ্রিল শুরু হওয়া এ প্রশিক্ষণে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার ৪৪ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

লাভজনক পর্যায়ে নিয়ে কৃষিকে সম্মানজনক পেশায় পরিণত করতে হবে –মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

–কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতসা, ঢাকা

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, লাভজনক পর্যায়ে নিয়ে কৃষিকে সম্মানজনক পেশায় পরিণত করতে হবে। তাহলে দেশের শিক্ষিত তরুণরা এ পেশায় এগিয়ে আসবে। রাজধানীর ফার্মগেটের বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) অডিটরিয়ামে কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্পের জাতীয় কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

রাজধানীর ফার্মগেটের বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) অডিটরিয়ামে কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্পের জাতীয় কর্মশালায় বক্তব্যরত প্রধান অতিথি মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক, এমপি

কৃষিকে বাণিজ্যিকীকরণে ডাল, তেল ও মসলার আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে সবাইকে উদ্যোগ নেয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, দেশে বর্তমানে ১৩-১৪ হাজার কোটি টাকার খাবার তেল আমদানি করতে হয়। ফলে বিপুল অঙ্কের টাকা এ খাতে ব্যয় হচ্ছে। আমদানি নির্ভরতা কমাতে কৃষি যান্ত্রিকীকরণের পাশাপাশি কৃষকরা যাতে তাদের ফসলের ন্যায্যদাম পায় তার জন্য বাজারজাতকরণের দিকেও নজর দিতে হবে।

তিনি আরও বলেন, চাহিদার সঙ্গে সংগতি রেখে দেশে ডাল, তেল ও মসলা ফসলের উৎপাদন বাড়াতে হবে। বিগত বছরগুলোতে দানাদার ফসল বিশেষ করে ধানে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও দৈব-দূর্বিপাকে পড়ে কখনো কখনো দেশে খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়। এ পরিস্থিতি মোকাবেলায় তখন আমদানি করতে হয় খাদ্য। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য দানাদার ফসলের পাশাপাশি অন্যান্য খাদ্য উৎপাদনও আরো বাড়াতে হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে কৃষি সচিব মোঃ নাসিরুজ্জামান বলেন, তেল ব্যবহারে আমরা বিশ্বে ৮ম এবং আমদানিতে ৩য়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ৫ বছর মেয়াদি এ প্রকল্পের মাধ্যমে ডাল, তেল ও মসলা ফসলের আমদানি ২০ ভাগ কমানো সম্ভব হবে।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

শেষ হলো তিন দিনের জাতীয় কৃষি যন্ত্রপাতি মেলা

–কৃষিবিদ মো. গোলাম মাওলা, কৃতসা, ঢাকা

রাজধানীর ফার্মগেটের কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি) চত্বরে তিন দিনের জাতীয় কৃষি যন্ত্রপাতি মেলায় সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত প্রধান অতিথি ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উপকরণ), কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ডিএইর খামার যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের আয়োজনে রাজধানীর ফার্মগেটের কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি) চত্বরে শেষ হলো দ্বিতীয়বারের মতো ২৭ এপ্রিল তিন দিনের জাতীয় কৃষি যন্ত্রপাতি মেলা ২০১৯।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের খামার যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের (২য় পর্যায়) প্রকল্প পরিচালক শেখ মো. নাজিম উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উপকরণ) ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম। বিশেষ অতিথি কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) সনৎ কুমার সাহা। স্বাগত বক্তব্য দেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের খামার যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের (২য় পর্যায়) উপপ্রকল্প পরিচালক মো. শফিকুল ইসলাম শেখ।

কেআইবির থ্রি-ডি হলে প্রধান অতিথি মেলায় অংশগ্রহণকারী স্টলের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। মেলার প্রতিপাদ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রযুক্তির সংখ্যা, যন্ত্রের সংখ্যা, সাজসজ্জার মান, প্রযুক্তি উপস্থাপনের মান এবং স্টলের যথার্থতা উপস্থাপন করে জাতীয় কৃষি যন্ত্রপাতি মেলা ২০১৯ এ অংশগ্রহণকারী স্টলগুলোর মধ্যে সরকারি পর্যায়ে যৌথভাবে প্রথম হয়েছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন। দ্বিতীয় হয়েছে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এবং তৃতীয় হয়েছে বাংলাদেশ সুগার ক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট। বেসরকারি পর্যায়ে যৌথভাবে প্রথম হয়েছে দ্য মেটাল (প্রা:) লিমিটেড ও এসিআই মোটরস লিমিটেড। দ্বিতীয় হয়েছে আলিম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এবং তৃতীয় হয়েছে জনতা ইঞ্জিনিয়ারিং। পুরস্কার হিসেবে ছিল ক্রেস্ট ও সনদ। মেলায় অংশগ্রহণকারী অন্য সকল প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করা হয়। মেলায় মোট ২৯টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে।

সম্পাদক : কৃষিবিদ ফেরদৌসী বেগম
কৃষি তথ্য সার্ভিসের অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার (অ.দা.) শিল্পী মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ কর্তৃক প্রকাশিত, গ্রাফিক ডিজাইন : মনোয়ারা খাতুন
ফোন : ০২৫৫০২৮৪০৪, ফ্যাক্স : ৯১১৬৭৬৮ ইমেইল : dirais@ais.gov.bd, editor@ais.gov.bd ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd